দৈনিক খবর

তথ্য ও ... ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

'যুব সমাজই পারে জাতির জন্য নবদিগন্তের সূচনা করতে'

তারিখ 30 OCT 1988
পৃষ্ঠা ... 7 ... কলাম ... 1

00 084

॥ স্টাফ রিপোর্টার ॥

দৈনিক 'খবর' সম্পাদক মিজানুর রহমান মিজান জ্ঞান অর্জন করে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করার জন্য তরুণ ও যুব/সমাজের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, দেশের সর্বত্র আজ হতাশা ও নৈরাশ্য বিরাজ করছে। তরুণ ও যুবকরাই এই হতাশা ও নৈরাশ্যের শৃঙ্খল ভেঙ্গে জাতির জন্য নবদিগন্তের সূচনা করতে পারে।

গতকাল শনিবার লিও ক্লাব অব ঢাকা ক্যাপিটাল (জেলা-৩১৫-এ বাংলাদেশ)-এর নবম অভিষেক ও অষ্টম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি লায়ন আবুবকর সিদ্দিক ছাড়াও অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন লায়ন ইঞ্জিনিয়ার ই আর এম সালাদিন, লায়ন মোঃ বদিউল ইসলাম, লায়ন মোহাম্মদ মজিবুর রহমান ও লিও সাইফুল বারী। লিও সাইফুল বারী। লিও জুবাইদা রশীদ জুলি ও লিও সৈয়দ ফাহিম রানা দু'পর্বে বিভক্ত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। লিও রফিকুল ইসলাম বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করেন। অনুষ্ঠানে বোম্বে লায়ন্স ক্লাবের সহ-সভাপতি লায়ন সরদ দাদিরা এবং লায়ন শাহজাদা সৈয়দ নিজামুদ্দীন আহমেদসহ বিভিন্ন জেলা ও শাখার লায়ন, লায়নেস ও লিওরা উপস্থিত ছিলেন।

জনাব মিজান বলেন, শিক্ষা কাউকে দ্বিধান্বিত হয়ে শেখায় না। অথচ দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী নিয়ে অনেকে তাদের আত্মীয়-স্বজনকে চিনতে চান না। নিজের কাজ নিজে করতে দ্বিধাবোধ করেন। অথচ পৃথিবীর উন্নত দেশে বহু ডক্টরেট ডিগ্রীধারী জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি নিজে থেকে কৃষকের মত মাঠে কাজ করেন, দেশের সেবা করে চলেন। আমাদের দেশে তরুণ যুবকদের মধ্যে যে মেধা ও উদ্যম আছে তা যদি কাজে লাগানো যেত তাহলে দেশে অভাব থাকত না।

তিনি বলেন, সমাজে নৈরাশ্য ও বিপর্যয় এতদূর গড়িয়েছে যে— ছেলে হেরোইনে আসক্ত হচ্ছে, বাবা ঐ ছেলেকে পুলিশে দিচ্ছেন। পুলিশে দিয়ে তিনি আবার কাঁদছেন মায়া-মমতায় দুঃখের বেড়াজালে পড়ে শাখের করাতের মত তাকে ছাড়তেও পারছেন না, ঘরেও ঠাঁই দিতে পারছেন না। এ জন্য দেশ, জাতি ও পরিবারকে বাঁচাতে তরুণ যুবকদের সামনে এগিয়ে আসতে হবে।

ভারতবাসীর উদ্দেশে সুভাষ বসু বলেছিলেন, 'আমাকে ৩শ' যুবক দাও তাহলে আমি ভারতবর্ষের চেহারাই পাল্টে দেব।'— এ উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, তরুণ যুবকরা যে ত্যাগ স্বীকার করতে পারবেন বা পারেন, বয়স্করা তা পারেন না। দেশের নৈরাশ্য ও হতাশা ঘুচাতে তাই তরুণ যুবকদের এগিয়ে আসতে হবে। আর এ জন্য লেখাপড়া করে জ্ঞানার্জন করতে হবে। তবে যে লেখাপড়ায় আদর্শ থাকবে না সে লেখাপড়ার দরকার নেই। মানুষকে ভালোবাসার ব্রত যে শিক্ষা দেয় সেই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দেশ ও জাতিকে ভালোবাসতে হবে।

খবর সম্পাদক তার বক্তৃতায় দেশের সর্বত্র বৃক্ষ নিধনের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে দেশে বৃক্ষ রোপণ করার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান। তিনি বলেন, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে দেশবাসী যেমন ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন তেমনি এবারও বন্যার সময় ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মানুষের সেবায় এগিয়ে গেছেন। তিনি ত্রাণকার্যে নিয়োজিত তরুণ চিকিৎসক ডাঃ শাহরিয়ারসহ ত্রাণকার্যে নিয়োজিত থেকে যারা নিহত হয়েছেন তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন।

নিজের ভিতর অহংকার তৈরী না করার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানিয়ে প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, পৃথিবীতে কেউ কখনও অহংকার করবেন না। খোদা মানুষকে ইজ্জত দেয়ার মালিক। কোন মানুষ যখন অহংকার করে তখন সে ধূলার সাথে মিশে যেতে পারে। ভালোকে 'ভালো' এবং মন্দকে 'মন্দ' হিসেবেও স্বীকৃতি দেয়ার আহবান জানান।

তিনি বলেন, এদেশে স্বীকৃতির বড়ই অভাব। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান না হলে এদেশ স্বাধীন হতো না— এ কথা সবাই বলেন। অথচ তিনি আজ কারও সিংহাসন নিতে আসবেন না, তবু তাকে স্বীকৃতি দেয়া হয় না। তরুণ ও যুব সমাজের ভালো কাজের জন্য বয়স্কদের স্বীকৃতি প্রদান করার আহবান জানান।

লায়ন, লায়নেস, লিওদের আদর্শ ও সিস্টেমের প্রশংসা করে জনাব মিজান [illegible]

অবদানের জন্য পুরস্কার বিতরণ করেন এবং অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলে তাকে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। অন্যান্য বক্তারা লায়ন, লায়নেস ও লিওইজম এদেশে প্রচারের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখার জন্য তার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

বিশেষ অতিথি লায়ন আবুবকর সিদ্দিক লিও লায়ন লায়নেসদের উদ্দেশ্য তুলে ধরে বলেন, আমরা আমাদের জন্য কাজ করছি না, কাজ করছি ভবিষ্যতের জন্য। তরুণ ও যুবকরা মধ্যাহ্ন সূর্যের মত জ্বলে উঠে আগামী প্রজন্মের জন্য বয়ে আনবে সুন্দর ভবিষ্যৎ। এ লক্ষ্যেই লায়ন লায়নেস লিওরা এ দেশে যৌথ উদ্যোগে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তরুণ যুবকদের অবক্ষয় রোধে তিনি অভিভাবকদেরকে এগিয়ে আসার জন্য আহবান জানান।

লিওদের উদ্দেশে তিনি বলেন, বিভিন্ন কাজ ও প্রকল্প নিয়ে এগিয়ে এলে লায়নরা অবশ্যই সহযোগিতা করবে।

লায়ন ইঞ্জিনিয়ার ই আর এম সালাদিন বলেন, দেশে নেতৃত্বের বড়ই অভাব। এজন্য আমরা লিওদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। আগামীতে তাদের কার্যধারা আরও জোরদার হবে।

লায়ন বদিউল ইসলাম বলেন, ঘুণেধরা সমাজের নৈতিক অবক্ষয় রোধ করতে হলে তরুণ যুবকদেরকে তাদের নিজস্ব তারুণ্য নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। সীমিত সম্পদের মধ্যেও লিওরা তাদের মানুষের প্রতি সেবার কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবে।

লায়ন মোঃ মজিবুর রহমান বলেন, দু'হাজার সাল নাগাদ দেশের প্রতিটি মানুষ যাতে অন্ততঃ একটি করে গাছ লাগাতে পারে সেজন্য লায়ন লায়নেস ও লিওদের যৌথ কর্মসূচী আছে। এই কর্মসূচীতে সকলকে সাড়া দেয়ার জন্য তিনি আহবান জানান।

রাজধানীর স্থানীয় একটি রেস্তোরাঁয় অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে 'খবর' সম্পাদকের কাছ থেকে যারা পুরস্কার গ্রহণ করেন, তারা হলেন— শাহাদত হোসেন বাবু, আক্তারুজ্জামান, রফিকুল ইসলাম খোকন, মহিউদ্দিন জাকার, মোঃ শফিউদ্দীন রাজু, সৈয়দ ফাহিম রানা, তারিক আবদুল্লাহ, শহীদুল ইসলাম টুকু, সৈয়দ মিজানুর রহমান, জুবাইদা রশীদ জুলি, জহিরুল হক, সাদিউল ইসলাম টিপু, হানিফ আহমেদ, নাজনীন খানম বিউটি, সানজিদা ইসমাইল নীলা, ফরিদ আহমেদ, সৈয়দ ইকবাল বাহাদুর, সালাউদ্দিন আহমদ, আলিমুল্লাহ খোকন, নাজমুল হোসেন রাজু, মোস্তফা জালাল কাওসার ও জাকির উদ্দীন কিবরিয়া টিপু। এ অনুষ্ঠান উপলক্ষে একটি স্যুভেনির প্রকাশ করা হয়।

লিও ক্লাব অব ঢাকা ক্যাপিটাল-এর ১৯৮৮-৮৯ সালের কার্যকরী পরিষদে যারা রয়েছেন অর্থাৎ অনুষ্ঠানে অভিষিক্ত করা হয় তারা হলেন— সভাপতি: সৈয়দ ফাহিম রানা, সদ্য প্রাক্তন সভানেত্রী: জুবাইদা রশীদ জুলি, প্রথম সভাপতি: রফিকুল ইসলাম, দ্বিতীয় সভাপতি: তারিক আব্দুল্লাহ আল-ফায়াজ জুয়েল, তৃতীয় সভাপতি: হানিফ আহমেদ, সচিব: সহিদুল ইসলাম, যুগ্ম সচিব: (প্রশাসনিক): মিজানুর রহমান, যুগ্ম সচিব: (প্রকল্প) নাজমুল হোসেন খান রাজু, কোষাধ্যক্ষ: ফরিদ আহমেদ, যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ: সৈয়দা আয়েশা তুহীন, টেমার: সালাউদ্দিন আহমেদ টিপু, টেইল টুইস্টার: আলিমউল্লাহ খোকন এবং পরিচালকমণ্ডলী: সাদিউল ইসলাম টিপু, সফিউদ্দীন রাজু, মোস্তফা জালাল কাউসার ও জাকির উদ্দিন কিবরিয়া টুটুল।